দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC. 29 2001
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

টেন্ডার ছিনতাই ঘটনার তদন্তকাজ শুরু

বাকি বিল্লাহ ॥ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের টেন্ডার ছিতাইয়ের ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল এ তদন্তকাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনা মাদ্রাসা বোর্ডের একটি মহল ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা ভবনের একজন পরিচালক ও একজন উপ-পরিচালক এ তদন্তকাজ শুরু করেছে। তারা গত বুধবার ও গত বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডে টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনা তদন্ত করেন। তদন্তের সময় তারা বোর্ডের টেন্ডারের কাগজপত্র অনুসন্ধান ও বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করেন।

সূত্র জানায়, তদন্তকারী কর্মকর্তারা তদন্তের শুরুতে বোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, এ্যাকাউন্ট অফিসার ও উপ-প্রকৌশলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এছাড়াও বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে টেন্ডারসহ অনিয়মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

সূত্র জানায়, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত দল টেন্ডার প্রক্রিয়া কিভাবে অনিয়ম হয়েছে, টেন্ডার বাক্স কয়টা ছিল, কোথায় টেন্ডার বাক্স রাখা হয়েছে, কি পদ্ধতিতে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে, টেন্ডারটি কত টাকার ছিল, এসব বিষয় তদন্তের সময় জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

সূত্র জানায়, তদন্তকালে বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা টেন্ডার ছিনতাই ও অনিয়মের তদন্তকারী কর্মকর্তাদেরকে মিথ্যা তথ্যও দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের টেন্ডার অনিয়মের ঘটনায় আরো তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, বোর্ডের টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বোর্ডের কর্মকর্তা সৈয়দ সিরাজুল মাওলার; কিন্তু গত ২৫শে নভেম্বর রেজিস্ট্রার মো. শহিদ মোস্তফা এক অফিস আদেশে বোর্ডের টেন্ডার সংক্রান্ত কাজের যাবতীয় নথির কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. আবদুল মতিন খানকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

ওই অফিস আদেশে আরো বলা হয়েছে, বোর্ডের সরবরাহকৃত মালামাল যথারীতি বোর্ডের ক্রয়-বিক্রয় সাব-কমিটির মাধ্যমে গৃহীত এবং ভাণ্ডাররক্ষক কর্তৃক স্টক এন্ট্রি হবে।

তবে জরুরি প্রয়োজনে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় সাব-কমিটি কর্তৃক স্পট কোটেশন

বোর্ড ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

বোর্ড ঃ মাদ্রাসা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

বা অগ্রিম বিলের মাধ্যমে নগদ টাকা ক্রয়ের কার্যক্রম যথারীতি বহাল থাকবে। সূত্র জানায়, ২০০০-২০০১ সালের ছাপার কাজের টেন্ডারের অতিরিক্ত খাতার প্রতি হাজারের দাম ছিল ২ হাজার ৩শ' ৯৩ টাকা। দাখিল পরীক্ষার মূল খাতার রেট ছিল প্রতি হাজার ৩ হাজার ৩শ' টাকা। আলিম ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার মূল খাতার রেট ছিল ৪ হাজার ৫শ' টাকা। সূত্র জানায়, যে টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, ওই টেন্ডারের কাগজের দাম বাদ দিলেও টেন্ডারের দাম হবে ৬০/৬৫ লাখ টাকা। অথচ তদন্ত টিমকে বলা হয়েছে টেন্ডারের দাম ৩/৪ লাখ টাকা হবে। এছাড়া আগে মন্ত্রণালয়সহ ৪/৫টি পয়েন্টে টেন্ডার বাক্স রাখা হতো। এবার তাও করা হয়নি। সূত্র জানায়, মাদ্রাসা বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেস রয়েছে। তারা নানা কায়দায় নিজেরাই প্রেসের মালিকের সঙ্গে আঁতাত করে বা ভিন্ন নামে প্যাড ছাপিয়ে টেন্ডার বাগিয়ে নেয়।

সূত্র জানায়, ১৯৯৭ সালে ফ্রেন্ডস ইন্টারন্যাশনাল নামে এক কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা বাজার দরের চেয়ে প্রতি রিম কাগজ ১ হাজার টাকা বেশি দামে কিনেছে। ওই সময় ঘটনাটি জানাজানির পর বোর্ডের চেয়ারম্যান ঘটনাটির নেপথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। এছাড়া অনিয়মের আশ্রয় নেয়ায় ওই প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত জামানত ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা আটক করেন।

সূত্র জানায়, বোর্ডের টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য স্থানীয় ও বোর্ডের একটি গ্রুপ জোর তদবির শুরু করেছে। এ নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনায় নিজ হাতে আটককৃত মো. আবদুল জব্বার বিএনপির লালবাগ থানার একটি ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক ও শ্রমিকদলের নেতা। তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য বিএনপির স্থানীয় কয়েকজন নেতা তদবির করছেন। তারা টেন্ডার ছিনতাইয়ের পুরো ঘটনাই ধামাচাপা দেয়ার জন্য জোর চেষ্টাও চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে লালবাগ থানার ওসি রুহুল আমিনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আবদুল জব্বারকে জেল-হাজতে পাঠানো হয়েছে। সন্ত্রাসী মঞ্জুকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তবে বেশিরভাগ টেন্ডার ছিনতাইকারী ভাসমান। তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।